পুলিশ নিয়ে সরশুনা কলেজে ঢুকে শিক্ষামন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ নেতার জুলুমবাজি

ভয় দেখিয়ে অধ্যাপকদের দলীয় সংগঠনের সদস্য করাতে চাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা, ১২ই এপ্রিল– থানা থেকে পুলিশ এনে তৃণমূলের অধ্যাপক সংগঠনের সদস্য হওয়ার জন্য চাপ তৈরি করা হলো। যাঁরা ছিলেন না, তাঁদের থানায় হাজিরা দেওয়ার হুমকিও দিয়ে গেলেন এক পুলিশ অফিসার! এমনই গুরুতর অভিযোগ উঠেছে সরশুনা থানার এক পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে।

বেআইনিভাবে কর্মী নিয়োগ নিয়ে কয়েকদিন আগেই সরশুনা কলেজের নাম সামনে এসেছে। এবার এলো, শাসকদলের অধ্যাপকদের সংগঠন 'ওয়েবকুপা'র সদস্য হওয়ার জন্য পুলিশকে ব্যবহার করার অভিযোগ। গন্ডগোল থামাতে কলেজে পুলিশ ডাকাটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে রাজ্য। কিন্তু পুলিশকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দলের শিক্ষক সংগঠনের সদস্য করানোর ঘটনা শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্যের নতুন দৃষ্টান্ত। এছাড়া থানায় হাজিরা দেওয়ার জন্য পুলিশ যেভাবে হুমকি দিয়ে এসেছে, তাতে কলেজের অধ্যাপকদের অপরাধীর কাঠগড়ায় নামিয়ে আনা হয়েছে বলে মনে করছে শিক্ষকমহল। অপরাধীরা পালিয়ে বেড়ালে পুলিশ যেভাবে বাড়িতে গিয়ে সমন জারি করে আসে, আত্মসমর্পণ করতে বলে, বেহালার নবনিযুক্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের তেমনই মনে করে থানায় হাজিরা দেবার হুমকি দিয়ে এসেছেন সরশুনা থানার ওই পুলিশ অফিসার। সেই অফিসারকে অপসারণের দাবি জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বা ওয়েবকুটা।

যে ভঙ্গিতে পুলিশ অফিসার ও পরিচালন সমিতির সভাপতি সরশুনা কলেজে অভূতপূর্ব কাণ্ডটি ঘটালেন তা আসামিকে ধরার প্রাক্ মুহূর্তের অবস্থাকে মনে করাচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, তখন দুপুর ২টো হবে। পুরো দমে চলছে ক্লাস। অধ্যক্ষ নিজের ঘরে ব্যস্ত কাজে। কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি সজল বিশ্বাস (শিক্ষামন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ) সরশুনা থানার এক পুলিশ অফিসারকে নিয়ে অধ্যক্ষের ঘরে ঢুকলেন। সকলেই অবাক। কী হলো, পুলিশ এসেছে? কলেজের অধ্যক্ষকে উদ্দেশ্য করে সেই পুলিশ অফিসারের নির্দেশ, 'যাঁরা নতুন জয়েন করেছেন তাঁদের ডাকুন।' হতচকিয়ে যান অধ্যক্ষ। জিজ্ঞাসা করেন, 'কেন, কিছু হয়েছে?' পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পরিচালন সমিতির সভাপতির ইশারায় ৮জন অধ্যাপক-অধ্যাপিকাকে ডেকে পাঠাতে বাধ্য হলেন অধ্যক্ষ। ৮জনের মধ্যে ৫জন তখন কলেজে ছিলেন। তাঁরা অধ্যক্ষের ঘরে আসতেই শাসকদলের ঘনিষ্ঠ সভাপতি সজল বিশ্বাস ওয়েবকুপার সদস্যপদের ফরম দিয়ে বলেন, 'এগুলি ফিলাপ করে দিন।' পরিস্থিতি আঁচ করে অধ্যক্ষ বলেন, 'এটা সংগঠনের কাজ, আমার ঘরে করাবেন না।' তাতে ঐ পুলিশ অফিসার ও সভাপতি সজল বিশ্বাস ৫জন অধ্যাপক-অধ্যাপিকাকে নিয়ে কলেজের একটি ল্যাবরেটরির ঘরে যায়। সেখানে গিয়ে ফরম ধরিয়ে পূরণ করতে বলা হয়। এদিকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সরশুনা থানার পুলিশ অফিসার হুমকির সুরে বলেন, 'হ্যাঁ, যা বলছে, করে দিন। ওগুলো পূরণ করে দিন। আর শুনুন, যাঁরা নেই তাঁরা যেন থানার আই সি-র সঙ্গে দেখা করেন। আপনাদের সবার তথ্য থানায় রাখতে হবে।'

যদিও অধ্যাপকরা মাথা নত করে ওয়েবকুপার ফরম পূরণ করেননি, কিন্তু এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে কার্যত ঘাবড়ে যান নব নিযুক্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা। যোগাযোগ করেন ওয়েবকুটার সদস্যদের সঙ্গে। সব কথার শোনার পর সংগঠনের সদস্য প্রদীপ দত্তগুপ্তের নেতৃত্বে অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা দেখা করেন ডেপুটি কমিশনার (দক্ষিণ-পশ্চিম) মিয়াজ খলিদের সঙ্গে। সরশুনা থানার এক পুলিশ অফিসার কলেজে গিয়ে কী করেছেন, তা সবিস্তারে জানানো হয় এবং ডেপুটি কমিশনারের কাছে ঐ অফিসারকে অপসারণের দাবি জানানো হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে। ঘটনার ক্ষোভ প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি বা ওয়েবকুটার সাধারণ সম্পাদক শ্রুতিনাথ প্রহরাজ বলেছেন, 'পুলিশ ও কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি এ ধরনের নিলর্জ্জ কাজ করতে পারেন ভাবতেই পারি না। যে ৮জন নতুন শিক্ষক নিগ্রহের শিকার হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষিকা রয়েছে। পুলিশ ও সভাপতির উপস্থিতি দেখে তাঁরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। ভয়ে তাঁরা মুখ খুলতে পারছেন না। অবিলম্বে পুলিশ অফিসারকে অপসারণ করতে হবে। এভাবে জোর করে দলীয় সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াইকে দমাতে পারবেন শিক্ষামন্ত্রী। তাই মন্ত্রীকে বলছি, শিক্ষকরা কী করবেন তা ঠিক করতে দিন তাঁদের। ক্ষমতা থাকার সুবাদে এভাবে পুলিশকে ব্যবহার করবেন না।'

ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল কংগ্রেস ওয়েবকুপা নাম দিয়ে অধ্যাপকদের সংগঠন তৈরি করলেও ৫বছরে সদস্য উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি। ভয়, হুমকি দেখিয়ে কিছু সদস্য জুটলেও, ঐতিহ্যশালী ওয়েবকুটার সমগোত্রীয় হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই দেখছেন না অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা। কিন্তু, শিক্ষামন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে সরশুনা কলেজে এভাবে ওয়েবকুপার সদস্য বাড়াতে পুলিশকে ঢাল করার ঘটনা শাসকদলের দৈন্যতাকে সামনে এনে দিলো। সদস্য বাড়াতে সরশুনা কলেজে এমন ঘটনায় একাধিক অধ্যাপক বলেছেন, অধ্যাপকদের তথ্য কেন থানায় জানাতে হবে? কোনোদিনই হয়নি। এত কলেজ রয়েছে, এত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, কোনো থানা তথ্য চেয়ে পাঠায়নি। হঠাৎ করে সরশুনা কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা থানায় তথ্য দিতে যাবেন! এ তো জুলুমবাজি। ভয় দেখিয়ে এভাবে কোনো সংগঠনের সদস্য করা যায়?'